

💵 মুয়াত্তা মালিক

হাদিস নাম্বারঃ ১৬২৯

৪৪. কাসামত বা কসম লওয়া অধ্যায় (کتاب القسامة)

পরিচ্ছেদঃ ২. নিহত ব্যক্তির কোন কোন ওয়ারিস হইতে কসম লওয়া হইবে

باب مَنْ تَجُونُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّم

আরবী

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ قَسَامَةٌ أَحَدٌ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلَاةٌ إِلَّا النِّسَاءُ فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفُوّ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ فَقَالُوا نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُ دَمَ صَاحِبِنَا فَذَلِكَ لَهُمْ قَالَ مَالِكَ فَإِنْ أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُنَّ الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِي أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ وَحَلَفُوا عَلَيْهِ قَالَ مَالِكَ لَهُنَّ الْعَصَبَةُ أَوْ الْمَوَالِي أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ وَحَلَفُوا عَلَيْهِ قَالَ مَالِكَ وَإِنْ عَفَتْ الْعَصَبَةُ أَوْ الْمَوَالِي بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُوا الدَّمَ وَأَلَى النِّسَاءُ وَقُلْنَ لَا نَدَعُ دَمَ صَاحِبِنَا فَهُنَّ أَحَقُّ وَأُولَى بِذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُ مِمَّنُ السِّسَاءُ وَقُلْنَ لَا نَدَعُ دَمَ صَاحِبِنَا فَهُنَّ أَحَقُّ وَأُولَى بِذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ أَنْ يَسْتَحِقُوا الدَّمَ وَلَكُونَ أَوْلَى النِسَاءُ وَالْعَصَبَةِ إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ قَالَ مَالِكَ لَا يُقْسِمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنْ النِسَاءُ وَالْعَلَى الْأَمْرُ عِنْدَانُ قَالَ مَالِكَ وَإِذَا طَرَبَ النَّقَلَ الْمَالِكَ لَا يُقَلِى الْمُعَلِي وَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَانُ قَالَ مَالِكَ وَإِذَا طَرَبَ النَّقُلَ الْمَلَا وَإِذَا كَانَتْ الْقَسَامَةُ وَإِذَا كَانَتْ الْقَسَامَةُ وَإِذَا كَانَتْ الْقَسَامَةُ لَمْ وَلَمْ يَعْمُ وَلَمْ وَلَمْ نَعْلُمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلَّا عَلَى رَجُلُو وَاحِدٍ وَلَمْ يُعْدُمُ وَلَمْ نَعْلُمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُعْلُمُ وَلَمْ فَكُمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُ إِلَا عَلَى رَجُلُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُعْلُمُ وَلَمْ فَلَمْ أَلَاثُ الْقَسَامَةُ كَانَتْ قَطُ إِلَا عَلَى رَجُلُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُعَلِي فَا مُؤْلِ وَلَوْ الْمَوْلِ وَلَلِكُ الْمَنْ الْمَلْ وَلَا لَقَالَ مَالِلُ وَاحِدٍ وَلَمْ الْمُقَ

বাংলা

মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মত মাসআলা এই যে, হত্যার কসমে স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে কসম লওয়া হইবে না। যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস শুধু স্ত্রীলোকই হয়, তবে ইচ্ছাকৃত হত্যায় না তাহাদের কসম করার অধিকার থাকে, না ক্ষমা করার।

মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হইল, তাহার উত্তরাধিকারী ওয়ারিসগণ বলিলঃ আমরা কসম করিয়া কিসাস লইব। তবে তাহাদের জন্য ইহা বৈধ হইবে।



মালিক (রহঃ) বলেন, এমতাবস্থায় যদি নারিগণ ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদের এই ইচ্ছা করা বৃথা। মালিক (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে আসাবা ও ওয়ারিসগণ স্ত্রীগণ অপেক্ষা অগ্রগণ্য। কেননা তাহারা অধিকারী হিসাবে নিহত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী আর তাহারা কসম করিয়াছে।

মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি আসাবা বা ওয়ারিসগণ কসম করার পর নিজেরাই ক্ষমা করিয়া দেয় আর নারিগণ ক্ষমা না করে, তবে নারিগণের কিসাস লওয়ার অধিকার থাকিবে।

মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইচ্ছাকৃত হত্যায় অন্তত দুইজন বাদী হইতে কসম লইতেই হইবে। তাহাদের হইতে পঞ্চাশ কসম লইয়া কিসাসের আদেশ দেওয়া হইবে।

যরকানী বলেনঃ কিসাস যেরূপ দুইজন সাক্ষীর সাক্ষয় ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না, তদ্রুপ কসমের বেলায়ও দুই অথবা তদুধর্ব বাদী যতক্ষণ পর্যন্ত পঞ্চাশ কসম না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিসাসের আদেশ দেওয়া হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কয়েকজন লোক সম্মিলিতভাবে এক ব্যক্তিকে এইভাবে হত্যা করে যে, ঐ ব্যক্তি সকলের আঘাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে, তাহা হইলে কিসাসে সকলকেই হত্যা করা হইবে। যদি কয়েকদিন পর মারা যায়, তবে কসম লইতে হইবে। আর কসমের দারুন তাহাদের মধ্য হইতে শুধু এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হইবে। কেননা কসমের দারা সর্বদা এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে তো হত্যা করা হইবে, অবশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করা হইবে।

English

Yahya said that Malik said, "The way of doing things in our community about which there is no dispute is that women do not swear in the swearing for the intentional act. If the murdered man only has female relatives, the women have no right to swear for blood and no pardon in murder."

Yahya said that Malik said about a man who is murdered, "If the paternal relatives of the murdered man or his mawali say, 'We swear and we demand our companion's blood,' that is their right."

Malik said, "If the women want to pardon him, they cannot do that. The paternal relatives and mawali are entitled to do that more than them because they are the ones who demand blood and swear for it."

Malik said, "If the paternal relatives or mawali pardon after they demand blood and the women refuse and say, 'We will not abandon our right against the murderer of our companion,' the women are more entitled to that because whoever takes retaliation is more entitled than the one who leaves it among the women and paternal relatives when the murder is established and killing obliged."



Malik said, "At least two claimants must swear in murder. The oaths are repeated by them until they swear fifty oaths, then they have the right to blood. That is how things are done in our community."

Malik said, "When people beat a man and he dies in their hands, they are all slain for him. If he dies after their beating, there is swearing. If there is swearing, it is only against one man and only he is slain. We have never known the swearing to be against more than one man."

হাদিসের মান: তাহকীক অপেক্ষমাণ পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ মালিক ইবনু আনাস (রহঃ)

